বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ-০২

P2A

বৈষ্ণব সাহিত্য

- বৈষ্ণব ধর্মমতকে কেন্দ্র করে যে বৈচিত্র্যধর্মী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তাকে বৈষ্ণব সাহিত্য নামে চিহ্নিত করা হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্য

- বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ
- চৈতন্যদেব ও কয়েকজন প্রধান অনুচরের জীবন কাহিনি অবলম্বনে রচিত জীবনী

সাহিত্য

- পদাবলি সাহিত্য বা বৈষ্ণব পদাবলি

শ্রী চৈতন্যদেব কে?

- শ্রী চৈতন্যদেব ১৪৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের প্রকৃত নাম ছিল **বিশ্বম্ভর,** নিম বৃক্ষের নিচে জন্মগ্রহণ করেন বলে ডাকনাম ছিল **'নিমাই'**। তবে গায়ের রং গৌরবর্ণ ছিল বলে সবাই ডাকত **'গৌরাঙ্গ'** বা সংক্ষেপে গোরা বলে।
- শ্রীচৈতন্য দেব একজন **বাঙালি হিন্দু সন্ন্যাসী** এবং ষোড়শ শতাব্দীর **বিশিষ্ট ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক**। বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের ফলে হিন্দু সমাজে ভাঙন ধরে। ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিম্নবিত্ত হিন্দুরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। চৈতন্যদেব সে ভাঙন রোধ করার জন্য প্রেমধর্মের প্রচার করেন এবং অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন।
- মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে **বৈষ্ণব ধর্মের ছায়াতলে একটি অখণ্ড ভ্রাতৃসমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন**। তাঁর প্রচারিত প্রেমধর্ম, প্রেমকথা বাঙালির জীবন চেতনায় অভূতপূর্ব আনন্দ ও জাগরণ এনে দিল। ফলে বাঙালি হিন্দুদের আচারসর্বস্ব দেবদেবী নির্ভর সমাজজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

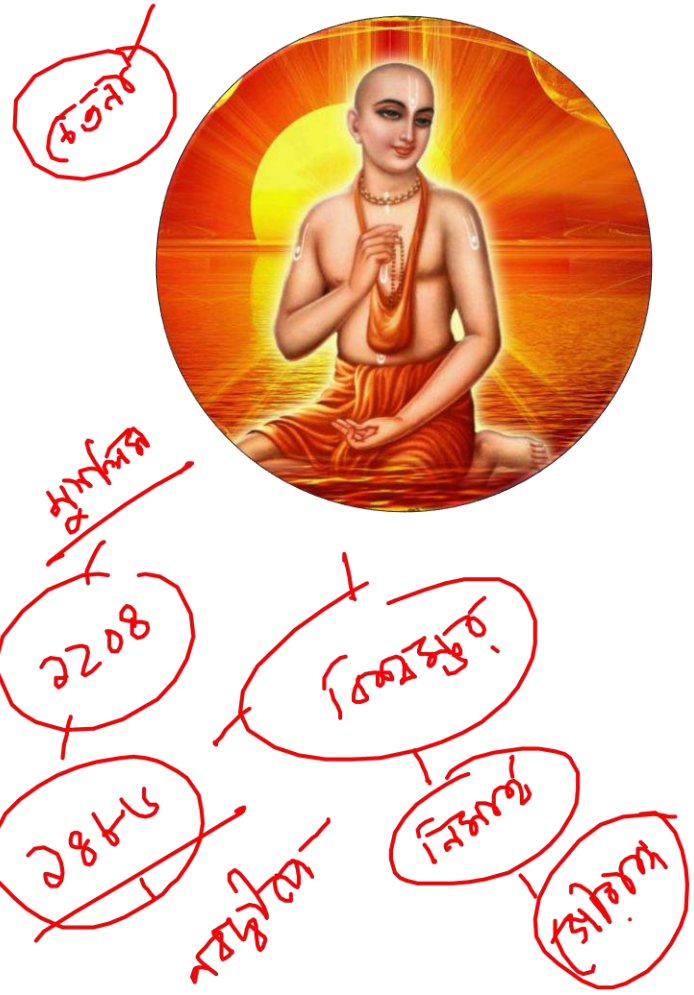

জীবনী সাহিত্য

- কোন ক্ষণজন্মা মহৎ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য নির্মিত হয়, তাকে জীবনী সাহিত্য বলে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে 'জীবনী সাহিত্য' নামে এক নতুন সাহিত্য ধারার সূচনা হয়।
- বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রবক্তা শ্রী চৈতন্যদেব এবং তাঁর কয়েকজন ভাব শিষ্যের জীবনকাহিনি নিয়ে জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি।

জীবনী সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে **প্রথম জীবনী সাহিত্য রচিত হয়** শ্রী চৈতন্যকে নিয়ে।

চৈতন্যদেবের জীবনী সাহিত্য কড়চা নামে অভিহিত হয়।

কড়চা অর্থ হলো ডায়েরি বা দিনলিপি

তবে বাংলা ভাষায় কড়চা হলো চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব অপরিসীম।

বাংলায় একটি পংক্তি না লিখলেও উনার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে।

জীবনী সাহিত্যের কবি

মুরারিগুপ্ত	তিনি জীবনী **সাহিত্যের আদি কবি**। তিনি **সংস্কৃত ভাষায়** কাব্য রচনা করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁর নাম দেন কবিকর্ণপুর । তার কাব্যের নাম ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম্’। শ্রীচৈতন্যের জীবনী সংক্রান্ত পুস্তকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রহণযোগ্য তথ্য উপস্থাপনে সক্ষম হয়, কারণ এর লেখক ব্যক্তিগতভাবে শ্রীচৈতন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন
বৃন্দাবন দাস	**বাংলা ভাষায়** জীবনী সাহিত্যের আদি কবি । জন্ম: খ্রিষ্টাব্দ । তাঁর কাব্যের নাম: ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত'
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	তিনি জীবনী সাহিত্যের **শ্রেষ্ঠ কবি**। তাঁর কাব্যের নাম ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (১৬১৫)।
লোচন দাস	তাঁর কাব্যের নাম: চৈতন্যমঙ্গল
গোবিন্দ দাস	‘গোবিন্দদাসের কড়চা'

P2A

পদাবলি/বৈষ্ণব পদাবলি

- **লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব** 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে প্রথম 'পদাবলি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পদ বলতে আগে দুই ছত্রের গান বা গানের দুই ছত্র বোঝাতো। পরবর্তী সময়ে পদ বা পদাবলি **বলতে বৈষ্ণব কবিতাকে বুঝায়**।
- **বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ক সৃষ্ট পদ বা পদাবলিই 'বৈষ্ণব পদাবলি'।**
- এ পদাবলির প্রধান অবলম্বন **রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা**। বৈষ্ণবেরা ভগবান ও ভক্তের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকে পরমাত্মা বা ভগবান এবং রাধাকে জীবাত্মা বা সৃষ্টির রূপক মনে করে তাদের বিচিত্র প্রেমলীলার মধ্যেই ধর্মীয় তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন।

পদাবলির বিষয়বস্তু

- **রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলাই** হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু।

- বৈষ্ণব সাধকদের ভাষায় রাধা হচ্ছে সৃষ্টি বা জীবাত্মা এবং কৃষ্ণ হচ্ছে স্রষ্টা বা পরমাত্মা।

- এই জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার (স্রষ্টা ও সৃষ্টি) বিরহ-মিলনের রূপক উপস্থিতিই বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু। **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলি**

- হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, "বৈষ্ণব কবিতায় এসে দেখা যায় মনের রাজত্ব, যেনো মন আর তার আকুলতা ছাড়া বিশ্বের সব কিছু মিথ্যে। বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের কবিতায় ঘর সংসার সমাজ বিশ্ব সকল কিছুকে মিথ্যে বলে ঘোষণা করেছেন; একমাত্র সত্যি বলে দেখিয়েছেন হৃদয়কে। তাই বৈষ্ণব কবিতার সর্বত্র দেখা যায় হৃদয়ের জয়। হৃদয়ই বৈষ্ণব পদাবলির বিশ্ব।"

P2A

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণবসমাজে মহাজন পদাবলী এবং বৈষ্ণব পদকর্তাগণ মহাজন নামে পরিচিত।

বৈষ্ণব মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই প্রেম সম্পর্ককে বৈষ্ণব মতাবলম্বীগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার রূপকের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন।

এতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিফলন ঘটেছে।

পদাবলি সাহিত্যের সূচনা ও পদকর্তা

- বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সূচনা হয় **চতুর্দশ শতকে** কিন্তু বিকাশ ঘটে ষোড়শ শতকে এবং আঠার শতক পর্যন্ত রচিত হয়।

- শুধু শ্রীকৃষ্ণের অনুসারীরাই বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন নি, অনেক মুসলমান লেখকও বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন।

- ড. দীনেশ চন্দ্র সেন- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে ১৬৪ জন বৈষ্ণব পদকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন।

পদাবলী সাহিত্যের চতুষ্টয়

- বিদ্যাপতি ✓
- চন্ডীদাস ✓
- গোবিন্দদাস ✓
- জ্ঞানদাস ✓

গীতগোবিন্দম - জয়দেব

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির সূচনা জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলি থেকেই বলে ধারণা করা হয়।

কবি জয়দেবকে বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা।

কবি জয়দেব ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি।

তিনি গীতগোবিন্দম্ কাব্যের রচয়িতা। (সংস্কৃত ভাষা)

বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহ বিষয়ক পদ

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

বিদ্যাপতি

- মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলীর **আদি রচয়িতা** এবং **প্রথম অবাঙালি কবি**।
- বিদ্যাপতির উপাধি **'কবি কণ্ঠহার'** (রাজা শিবসিংহ)
- তাকে **'মৈথিল কোকিল'** ও **'অভিনব জয়দেব'** বলা হয় ।
- বিদ্যাপতি পদ রচনা করেছেন **ব্রজবুলি ভাষায়**।
- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** বিদ্যাপতির কাব্যকে বলেছেন **'রাজকণ্ঠের মণিমালা'**।

ব্রজবুলি ভাষা

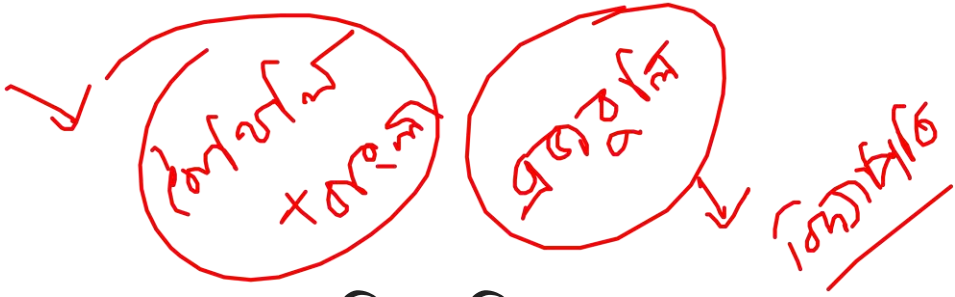

- বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশই রচিত হয়েছে 'ব্রজবুলি' নামে এক কৃত্রিম মিশ্র ভাষায় মূলত মৈথিলি ও বাংলা মিশ্রিত এই মধুর সাহিত্যিক ভাষায় রচিত পদাবলী।

- ব্রজবুলি কখনও মুখের ভাষা ছিল না; সাহিত্যকর্ম ব্যতীত অন্যত্র এর ব্যবহারও নেই। এই কবিভাষা পদাবলীতে ব্যবহৃত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ।

- মৈথিলি ও বাংলার সংমিশ্রণে এতে ধ্বনিঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যাপতির পদ

১) এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।	২) এতদিন ছলপিয়া তোহ হম যেহে হিয়া শীতল শীল কলাপে।
৩) নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ নব নব বিকশিত ফুল।	৪) কি কহব রে সখি আনন্দ ওর চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।।
৫) আজু রজনী হম ভাগে গমাওল পেখল পিয়া সুখ চন্দা।	৬) নব অনুরাগিনী রাধা কছু নাহি মানএ বাধা।।

P2A

চন্ডীদাস

- **বাংলা ভাষায়** বৈষ্ণব পদাবলীর **আদি রচয়িতা চন্ডীদাস**
- বাংলা ভাষায় তিনি বৈষ্ণব পদাবলির **আদি কবি ও শ্রেষ্ঠ কবি।**
- **বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতকের কবি।**
- তিনি **দুঃখের কবি,** সত্যর কবি, বিরহের শ্রেষ্ঠ কবি।
- বঙ্কিমচন্দ্র চন্ডীদাসের কবিতাকে **'রুদ্রাক্ষমালা'** বলেছেন।

চন্ডীদাসের অন্যান্য পদ

১) ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়।	২) সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে? ন চপল নয়ান তারা।
৩) সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কানের ভিতরে দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।	৪) যথাতথা যাই আমি যত দূর পাই। চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই।
৫) ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।	৬) এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি।
৭) এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে। আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে।	৮) কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান। অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।
(৯) বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে দেখা না হইত পরাণ গেলে।	(১০) এ ধন যৌবন বড়াই সকলি অসার ছিন্ডিয়া ফেলাইব গজমুকুতার হার।

P2A

জ্ঞানদাস

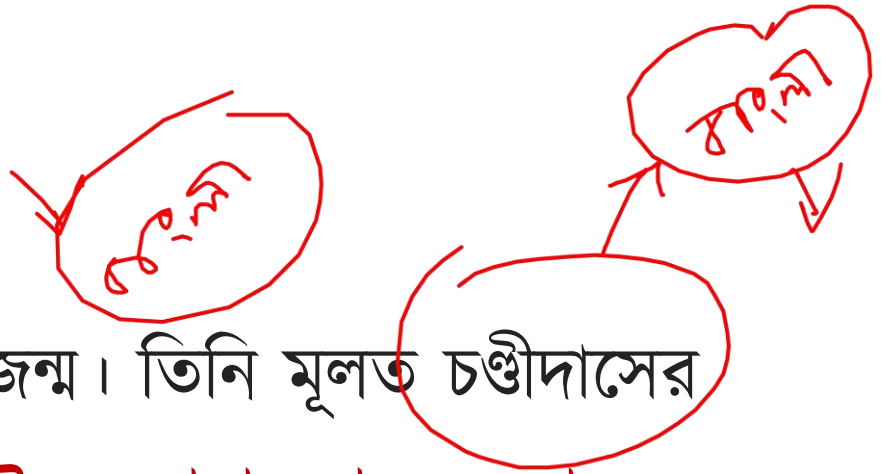

ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় কবি জ্ঞানদাসের জন্ম। তিনি মূলত চণ্ডীদাসের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেন। **তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষায় পদ্য রচনা** করলেও তাঁর **বাংলায় রচিত পদ্যগুলো পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে**। তিনি রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় অতৃপ্ত প্রণয় মিলনে ব্যকুলতা, মিলন পরবর্তী উচ্ছ্বাসধর্মী কবিতায় সিদ্ধহস্ত।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।।

P2A

জ্ঞানদাসের পদ

১) রাধা-কুয়াঅনুগামে হাম নিমগম হইলাম। কৃষ্ণ-তুয়া অনুগামে হাম গোলোক ছাড়িলাম।	২) মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা শুন শুন পরাণের সই।
৩) মুবলী স্বরে রহিবে কি ঘরে গোকুল যুবতীগণে।	৪) আবেশে সব্দীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া বৃন্দাবনে প্রবেশিল শ্যাম জয় দিয়া।

গোবিন্দ দাস

- গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির ভাবাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বিদ্যাপতির ন্যায় অলংকার ও চিত্রকল্পের চমৎকার প্রয়োগ তাঁর পদগুলোতে দেখিয়েছেন। বিদ্যাপতির পদের অনুরণনই লক্ষ করা যায় বলে গোবিন্দদাস কে **'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'** বলা হয়। তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতে পদ্য রচনা করলেও **ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলি অধিক জনপ্রিয়তা লাভ** করেছে। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

"নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নন্দিত অঙ্গ
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্দুর ভঙ্গ।"

গোবিন্দদাসের পদ

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়।	কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।
কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জীর চিরহি ঝাপি।	দুহু দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল। কূল অমিয়া সাগরে ডুবি গেল।

যশোরাজ খান

- বাংলাদেশে সুলতান হোসেন শাহের আমলে প্রথম **ব্রজবুলি** পদ রচনা করেন যশোরাজ খান।
- যশোরাজ খান উনার কবি উপাধি। মূল নাম দামোদর সেন।

বৈষ্ণব পদাবলির রচয়িতা

বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা বিদ্যাপতি

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা চন্ডীদাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

বৈষ্ণব পদাবলীর উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি ১২ জন।

P2A

পাঁচটি রস

বৈষ্ণব পদাবলীতে মোট **পাঁচটি** **রসের** কথা পাওয়া যায়-

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

(কাব্য বা সাহিত্যের রস হচ্ছে একরকম আনন্দের আস্বাদ। পাঠক যখন কাব্য পাঠ করে এক অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পান—তখন বুঝতে হবে তিনি ওই কাব্যের রস উপলব্ধি করেছেন। রস হচ্ছে উপলব্ধির বস্তু; সহৃদয় পাঠক যখন কাব্যের স্বাদ গ্রহণ করে আনন্দলাভ করেন—তখনই কাব্যে রস আছে বলে পাঠক বুঝতে পারেন। **আস্বাদের যে আনন্দ তাই রস**)

পদ-সমুদ্র

- **বাবা আউল মনোহর** দাস সর্বপ্রথম বৈষ্ণব পদাবলি সংকলন করেন।
- ষোড়শ শতকে তিনি পদাবলি সংকলন করেন। তাঁর সংগৃহীত পদাবলির সংখ্যা প্রায় পনেরো হাজার ।
- তিনি তাঁর গ্রন্থের নাম দেন **‘পদ-সমুদ্র’** ।

পদকল্প তরু

- সংকলন করেন বৈষ্ণব দাস ওরফে গোকুলানন্দ সেন।
- এতে প্রায় দেড়শত কবির তিন হাজার বৈষ্ণব পদ সংকলিত হয়েছে। ।
- তিনি তাঁর গ্রন্থের নাম দেন **‘পদকল্পতরু’**।

চন্ডীদাস সমস্যা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র রায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও ড. আহমদ শরীফ তিনজন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন :

১. অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস সর্বপ্রাচীন চণ্ডীদাস।

২. দ্বিজ চণ্ডীদাস—চৈতন্য-পূর্বকালের বা জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক।

৩. দীন চণ্ডীদাস সতের শতকের কবি।

বৈষ্ণব পদাবলি

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ– বৈষ্ণব পদাবলী।
- এ অমর কবিতাবলী সৃষ্টি হয় – রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে।
- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা– চণ্ডীদাস।
- বৈষ্ণব পদাবলীর চতুষ্টয় – বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস।
- ব্রজবুলি ভাষা হলো – একটি কৃত্রিম ভাষা।
- রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা প্রভাবিত।

P2A

জীবনী সাহিত্য

- বাংলা সহিত্যে একটি পঙক্তি না যার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে – শ্রীচৈতন্যদেব।
- বাংলা সাহেত্যে চৈতন্যযুগ বলা হয় – ১৫০১-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে।
- বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনী সাহিত্য – চৈতন্য জীবনী কাব্য।
- শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থকে বলা হয় – কড়চা।
- শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী কাব্য – বৃন্দাবন দাস রচিত 'শ্রীচৈতন্যভগবত'।
- বাংলায় চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থ – চৈতন্য মঙ্গল।
- বাংলাভাষায় অদ্বিতীয় ও সর্বাপেক্ষা ও তথ্যবহুল চৈতন্যজীবনী – কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

চৈতন্যদেবের উল্লেখযোগ্য জীবনী গ্রন্থ

- শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম – মুরারিগুপ্ত
- শ্রীচৈতন্যভগবত – বৃন্দাবন দাস
- চৈতন্য মঙ্গল – লোচন দাস
- চৈতন্যচরিতামৃত – কৃষ্ণদাস কবিরাজ

P2A

অনুবাদ সাহিত্য

১. সংস্কৃত (মহাভারত, রামায়ন, ভাগবত)

২. হিন্দি সাহিত্য

৩. আরবি-ফারসি সাহিত্য

অনুবাদ সাহিত্য

মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা হয় **কৃত্তিবাস ওঝার** রামায়ন অনুবাদের মধ্য দিয়ে।

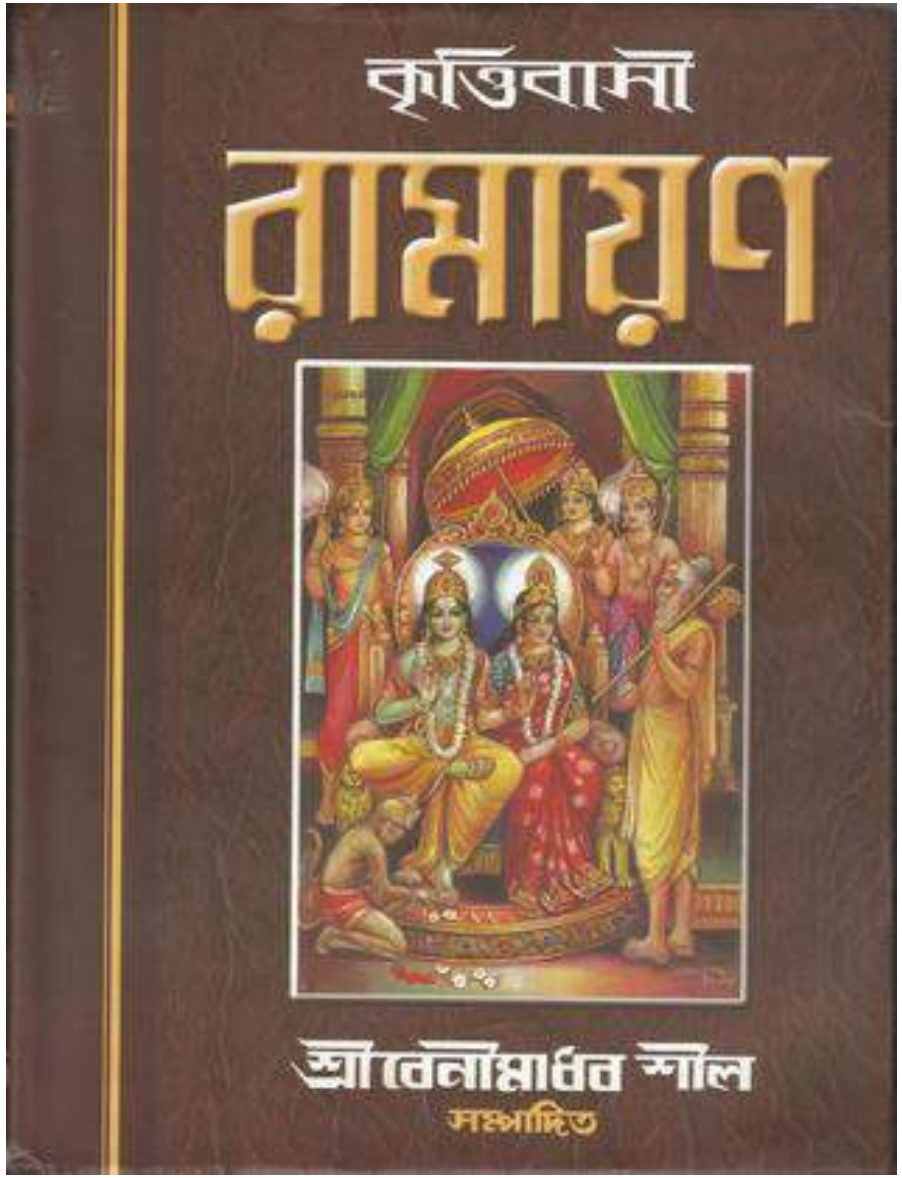

রামায়ণ

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ।

বাল্মীকি রামায়ণের রচয়িতা। এটি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত হয়।

চব্বিশ হাজার শ্লোকে রচিত এ মহাকাব্য ৭ খণ্ডে বিভক্ত।

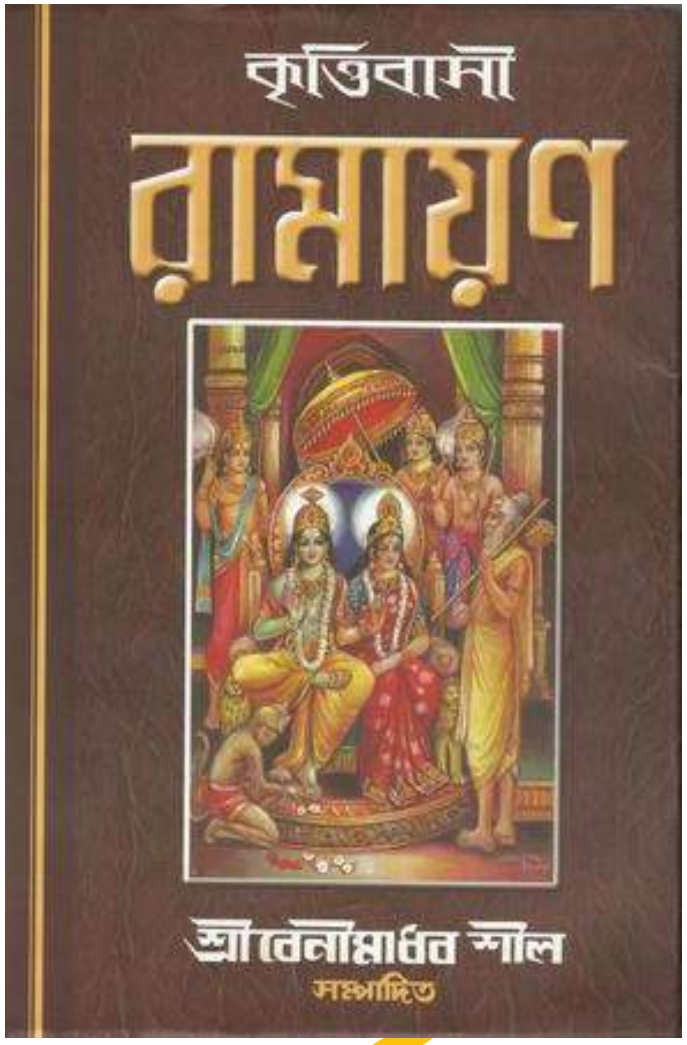

বাল্মীকির নাম ছিল দস্যু রত্নাকর। দস্যুবৃত্তি করে সে জীবিকা নির্বাহ করত। একদিন এক ঋষির সাথে সাক্ষাতের পর সে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে ধ্যানে মগ্ন হয়।

দীর্ঘদিন একভাবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকলে তাঁর চারপাশে **উইপোকা** বাসা বাঁধে। এ থেকে তাঁর নাম হয় 'বাল্মীকি'। সংস্কৃতে উইপোকাকে বলে বল্মীক। 'বাল্মীকি' মানে উইপোকাজাত।

রামায়ন

রামায়নের প্রথম অনুবাদক পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালি **কবি কৃত্তিবাস ওঝা।**

আনুমানিক ১৪১৮ সালের দিকে তিনি রামায়ণ অনুবাদ করেন যা **কৃত্তিবাসী রামায়ণ** বা **'শ্রীরাম পাঁচালী'** নামে পরিচিত।

১৮০২ সালে উইলিয়াম কেরির প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে গ্রন্থটির মুদ্রণ কাজ শুরু হয়।

রামায়নের অনুবাদক

- মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য হলো- একই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন অনেক লেখক।
- যেমন- রামায়ণের পঞ্চাশ জন অনুবাদকের কথা জানা যায়।
- কৃত্তিবাস ছাড়াও অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী, ভবানী দাস, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ মধু কণ্ঠ প্রমুখ রামায়ণ অনুবাদ করেন ।

চন্দ্রাবতী

সতেরো শতকের কবি চন্দ্রাবতী রামায়ন অনুবাদ করেন।

তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি।

মনসামঙ্গলের কবি **দ্বিজ বংশীদাসের** মেয়ে।

চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণ

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী ছিলেন মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। বাল্যসখা জয়ানন্দের সাথে প্রণয় বিয়ের পিঁড়িতে গড়ায়। কিন্তু জয়ানন্দ মুসলমান মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে। পরে অনুতপ্ত হয়ে চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে এসে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নদীতে লাফিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। শোক ভুলে থাকতে পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী শিবপূজা করেন আর রামায়ণ রচনা করেন।

তার রচিত রামায়ণে রামকে অপ্রধান চরিত্র করে সীতাকে মুখ্য করে নারী জীবনের সুখ-দুঃখকে প্রতিভাত করেন। চন্দ্রাবতী গ্রাম্য রামকথার ওপর নির্ভর করে মেয়েলি রীতিতে পালা রচনা করেছিলেন বলে তাতে অনুবাদ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে লোকসাহিত্যের লক্ষণ বেশি ফুটে উঠেছে। তার ভাষা, বর্ণনা ও বাগভঙ্গিমা নারীসুলভ কোমলতায় পূর্ণ, প্রায় ছত্রেই ছড়ার সুর অনুভব করা যায়। চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণের কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি। চন্দ্রকুমার দে সাহিত্যপত্রিকা 'মহিলাকণ্ঠ' থেকে এটি সংগ্রহ করেন এবং ১৯৩২ সালে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গ গীতিকায় তা প্রকাশ করেন। **চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণ কোন ধর্মগ্রন্থ নয়, গ্রামীণ নারী জীবনের আনন্দ বেদনার গল্প।**

P2A

মহাভারত

সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য মহাভারত। এটি ১৮ খণ্ডে বিভক্ত ৮৫০০০ শ্লোকে রচিত। মহাভারতের মূল উপজীব্য হল- কৌরব ও পাণ্ডবের গৃহবিবাদ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনাবলি।

রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তিনি বেদের ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে তাঁর অপর নাম বেদব্যাস।

মহাভারতের প্রথম অনুবাদক

ষোল শতকের কবি **কবীন্দ্র পরমেশ্বর** মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক।

তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন **সুলতান হুসেন শাহের** সেনাপতি চট্টগ্রামের **পরাগল খান**। পৃষ্ঠপোষকের নামানুসারে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম **'পরাগলী মহাভারত'**।

শ্রীকর নন্দী ও ছুটিখানী মহাভারত

- ছুটিখানী মহাভারত শ্রীকর নন্দী রচিত বাংলা মহাভারত। এর রচনাকাল ১৫১৮-১৫২০ খ্রিস্টাব্দ। শ্রীকর মূলত ছুটিখানের নির্দেশে সংস্কৃত মহাভারতের অশ্বমেধপর্বটি বিস্তৃত আকারে রচনা করেন। তাই সাধারণভাবে এটি **ছুটিখানী মহাভারত** নামে পরিচিত।
- সে সময়কার রাজা-বাদশাহরা মহাভারতের কাহিনী, বিশেষত যুদ্ধ ও রাজনৈতিক কাহিনীর প্রতি সমধিক আগ্রহী ছিলেন। সংস্কৃত মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে যুদ্ধ, যুদ্ধের কলাকৌশল ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। চট্টগ্রামের তৎকালীন শাসনকর্তা ছুটিখান এ অশ্বমেধপর্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে **শ্রীকর নন্দীকে** বাংলা ভাষায় বিস্তৃত আকারে অশ্বমেধপর্ব রচনা করার নির্দেশ দেন। কবি সে নির্দেশ অনুযায়ী শুধু অশ্বমেধপর্বই রচনা করেন।

P2A

মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক

কাশিরাম দাস মহাভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় অনুবাদক।

তার কাব্য রচনাকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ। তিনি মহাভারত অনুবাদ সম্পন্ন করতে পারেননি।

তার মৃত্যুর পর তার ভইয়ের ছেলে ও অন্যান্যরা অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন।

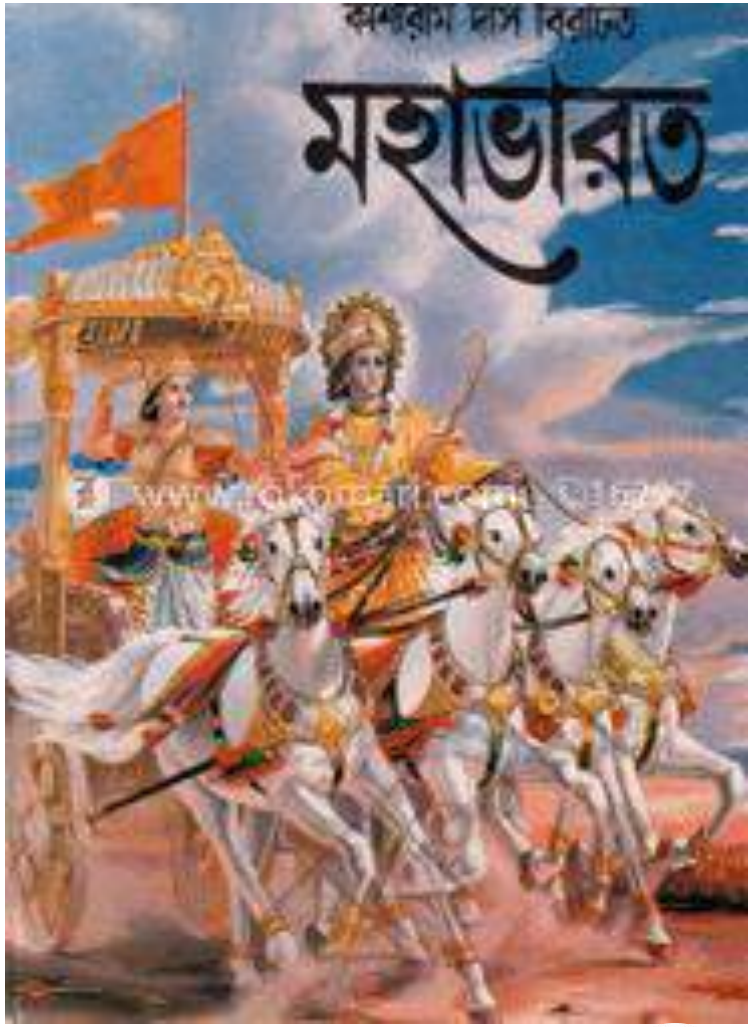

ভাগবত

- সংস্কৃত ভাষায় রচিত এক ধরনের কাহিনি কেন্দ্রিক ধর্মগ্রন্থ পুরাণ নামে পরিচিত।
- **আঠারটি পুরাণের অন্যতম হচ্ছে ভাগবত পুরাণ।**
  মালাধর বসু ভাগবতের প্রথম অনুবাদক। মালাধর বসু অনুদিত ভগবতের নাম – শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

- তাঁর লেখা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ। এটি ১২ খণ্ডে রচিত। এজন্য তিনি বাদশাহ **রুকনউদ্দিন বারবক শাহের** কাছ থেকে **'গুণরাজ খান'** উপাধি লাভ করেন।

P2A

একনজরে মহাভারত

- মহাভারত রচিত হয় – সংস্কৃত ভাষায়
- মহাভারত প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন – কবীন্দ্র পরমেশ্বর। পৃষ্ঠপোষকের নামানুসারে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম **'পরাগলী মহাভারত'**।
- মহাভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক – কাশীরাম দাস।
- ছুটিখানী মহাভারত শ্রীকর নন্দী রচিত বাংলা মহাভারত। অশ্বমেধপর্বটি বিস্তৃত আকারে রচনা করেন।
- 'ভগবত' বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন – মালাধর বসু।
- মালাধর বসুর উপাধি – গুনরাজ খান।
- মালাধর বসু অনুদিত ভগবতের নাম – শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

P2A

সংস্কৃত থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ
রামায়ণ	কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী	রামায়ণ (বাল্মীকি)
মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস	মহাভারত (বেদব্যাস)
ভাগবত	মালাধর বসু	ভাগবত পুরাণ

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য অবদান **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান**।

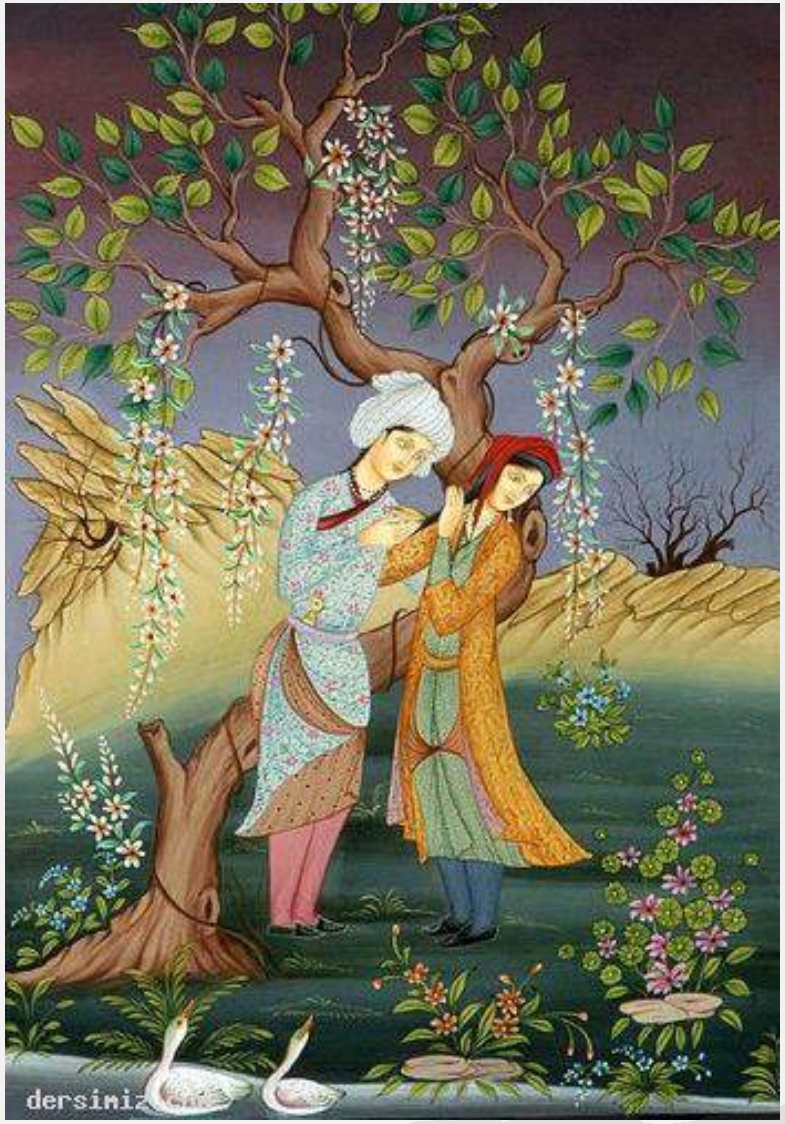

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

- মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান কাহিনিকাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োখ্যান।
- মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে ।
- মুসলিম কবিরা **হিন্দি ও আরবি-ফারসি** ভাষার সাহিত্য উৎস হতে উপকরণ নিয়ে যে প্রেমমূলক কাব্য রচনা করেছিলেন তাই **'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান'** । এ ধারার **প্রথম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর।** এ ধারার **শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল।**

P2A

শাহ মুহাম্মদ সগীর

- **শাহ মুহাম্মদ সগীর** আনুমানিক ১৩-১৪ শতকের কবি।
- বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে তিনিই প্রাচীনতম।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি শাহমুহম্মদ সগীর
- তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এর রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪১১ খ্রিষ্টাব্দে) ইউসুফ-জোলেখা কাব্য রচনা করেন।

  কবি ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজকর্মচারী

ইউসুফ-জুলেখা

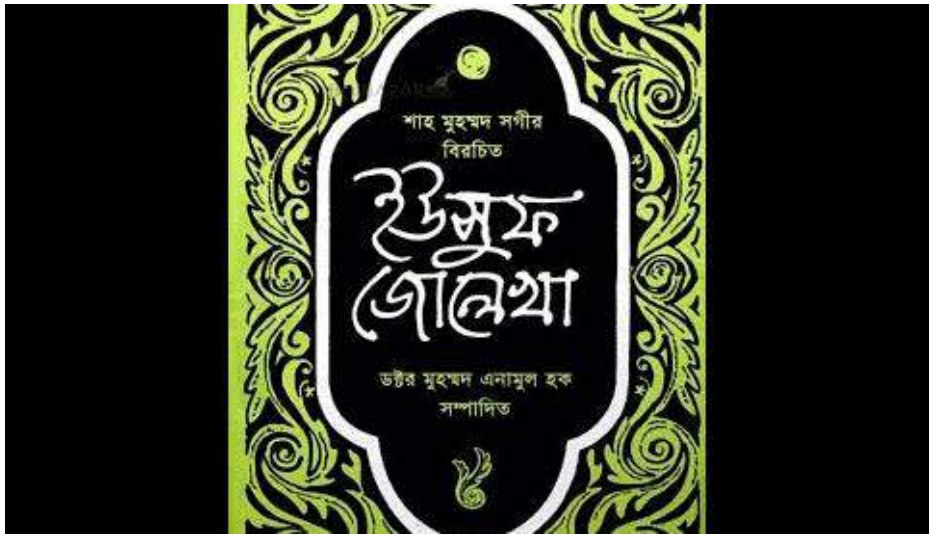

শাহ মুহম্মদ সগীর ছাড়াও ‘ইউসুফ-জুলেখা’ আরো রচনা করেন –

আব্দুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, গোলাম সাফাতউল্লাহ, সাদেক আলী ও ফকির মুহাম্মদ।

ইউসুফ জোলেখা কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

তৈমুর বাদশা দেবধর্ম আরাধনা করে এক কন্যারত্ন লাভ করেন; তাঁর নাম রাখেন জোলেখা। অসামান্য সুন্দরী জোলেখা পর পর তিনবার দেবতুল্য এক যুবাপুরুষকে স্বপ্নে দেখে তাঁর প্রণয়াসক্ত হন। স্বপ্নের নির্দেশমতো জোলেখা মিশরের বাদশা আজিজ মিশিরকে বরমাল্য দিলেন, কিন্তু আজিজ মিশির স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না। দৈববাণী কর্তৃক আশ্বাস লাভ করে জোলেখা ভারাক্রান্ত মন ও প্রণয়পীড়িত দেহ নিয়ে কালযাপন করেন। এদিকে কেনান দেশের ইয়াকুব নবীর পুত্র ইউসুফের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের ও কৃতিত্বের ঈর্ষাকাতর বৈমাত্রেয় দশ ভ্রাতা তাকে কুপে নিক্ষেপ করে হত্যা করার চেষ্টা করে। মনিরু নামের মিশরবাসী এক বণিক ইউসুফকে কুপ থেকে উদ্ধার করে মিশরে নিয়ে যান এবং দাসরূপে বিক্রয় করেন। জোলেখার অনুরোধক্রমে আজিজ মিশির তাকে খরিদ করেন এবং নিজ অন্তঃপুরে নিয়ে যান। ইউসুফের রূপমুগ্ধ জোলেখা প্রেমনিবেদন করলে ইউসুফ ধর্ম ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। জোলেখা ইউসুফকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

কিন্তু কিছুকাল পরে আজিজ মিশিরের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে। **ইউসুফ মুক্তিলাভ করেন এবং মিশরের মন্ত্রিত্ব পান।** ইউসুফ দক্ষতার সাথে রাজকার্য পালন করেন এবং আজিজ মিশিরির মৃত্যুর পর তিনি মিশরের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হন। জোলেখা বৃদ্ধ ও অন্ধত্বপ্রাপ্ত হয়ে ইউসুফের সাক্ষাতের আশায় পথে অপেক্ষা করতে থাকেন। পরিশেষে একদিন সাক্ষাৎ হয় এবং ইউসুফের প্রার্থনায় জোলেখা হৃতযৌবন ও রূপসৌন্দর্য ফিরে পান। উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। যথাসময়ে তারা দুটি পুত্রসন্তান লাভ করেন।

পরপর কয়েক বছর অনাবৃষ্টির কারনে চতুর্দিকে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। ইয়াকুব নবী উপায়ন্ত না দেখে স্বীয় পুত্রদের খাদ্যের সন্ধানে মিশরে প্রেরণ করেন। ইউসুফ অত্যাচারী ভ্রাতাদের চিনতে পারেন, কিন্তু পরিচয় গোপন করে তাদের আদর-আপ্যায়ন করেন এবং প্রচুর খাদ্যশস্য দিয়ে বিদায় দেন। তাঁরা ইবনে আমিনকে নিয়ে দ্বিতীয়বার মিশরে গেলে ইউসুফ কেবল সহোদর আমিনকে নিজ পরিচয় দেন এবং ছলে 'সোনার কাঠা' চুরির অপবাদ দিয়ে বন্দি করে নিজের পিতা ইয়াকুবকে মিশরে আনার জন্য দ্রুতগামী অশ্ব দিয়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের বিদায় করেন। ইয়াকুব মিশরে উপনীত হলে ত্রিশ বছর পর পিতা-পুত্রের মিলন হয়। ইউসুফ ভ্রাতাদের রাজকীয় দায়িত্ব দিয়ে মিশরে রাজত্ব করেন।

কিছুকাল পরে বারহা-তনয়ার সাথে জ্যেষ্ঠপুত্রের এবং নৃপতি আমির-তনয়ার সাথে কনিষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেন। অত:পর ইউসুফ দিগ্বিজয়ে বের হন। অনেক রাজ্য জয়ের পর মৃগয়ার সময়ে মধুপুরের রাজা শাহাবাগের রূপবতী কন্যা বিভুপ্রভার সাক্ষাৎ পান। বিভুপ্রভার ঈপ্সিত পাত্র ইবন আমিনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। অপুত্রক শাহাবাল জামাতাকে মধুপুর রাজ্য দান করেন। ইউসুফ মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুকাল পরে ইবনে আমিন ও বিধুপ্রিয়া মিশরে এসে বৃদ্ধ ইয়াকুবের পদবন্দনা করেন। জোলেখা বিধুপ্রভাকে বরণ করেন। ইউসুফ মিশরে এবং ইবন আমিন মধুপুরে সুখে রাজত্ব করেন

P2A

লাইলী মজনু

- **লাইলী মজনু – দৌলত উজির বাহরাম খান** রচনা করেন।
- **দৌলত উজির বাহরাম খান** (আনু. ১৬শ শতক) মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার কবি
- লায়লী-মজনু মূলত আধ্যাত্মিক কাব্য, কিন্তু বাংলা অনুবাদে তা পরিণত হয়েছে মানবিক প্রেমকাব্যে। বাহরাম খানই প্রথম লায়লী-মজনুর মতো বিশ্বখ্যাত বিরহমূলক প্রেমকাহিনি নিয়ে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। এর ভাষা কবিত্বময়।

‘লায়লী-মজনু' কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপ

- আরবের এক ধনী আমির বহু দয়া-ধ্যান করে একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন, তার নাম রাখেন কয়েস। পাঠশালায় পড়ার সময়ে মালিক নন্দিনী লায়লীর সাথে কয়েসের সাক্ষাৎ ও প্রণয় হয়। লায়লীর মাতা লায়লীর প্রেমকথা জানতে পেরে কুল-কলঙ্কের ভয়ে তার পাঠ বন্ধ করে দেন এবং কয়েসের সাথে সাক্ষাৎ বা পত্রবিনিময় যাতে করতে না পারে, তার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বন্দিনী লায়লী কেবল বিলাপ ও অশ্রুপাত করে কালযাপন করে। এদিকে প্রেমপরাহত কয়েস ভিখারী ছদ্মবেশে লায়লীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে ধরা পড়ে এবং মালিকের নির্দেশে প্রহরী কর্তৃক নির্যাতিত হয়। লায়লীর প্রেমধ্যান করে কয়েস গৃহত্যাগ করে নজদ বনে আশ্রয় নেয়। প্রেমোন্মত্ত ও বিরহকাতর কয়েসের নাম হয় 'মজনু' (পাগল)। আমির অনেক চেষ্টা করেও মজনুর মতি-পরিবর্তন করতে পারেননি।
  গৃহে আত্মীয় পরিজন-সহচরী পরিবেষ্টিত থেকেও লায়লী বিরহ-যন্ত্রনা ভোগ করে ও অনবরত বিলাপ করে। আমিরের অনুরোধে মালিক লায়লী মজনুর বিবাহে সম্মত হন, কিন্তু বিবাহবাসরে মজনুর প্রেমোন্মত্ততার কারণে তা ভেঙ্গে যায়। মজনু নজদ বনে ফিরে যায় এবং লায়লীর প্রেমধ্যান করতে করতে ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হয়। আমির আশা ভঙ্গে ও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন।

- ইবন সালামের পুত্রের সাথে লায়লীর বিবাহ হয় বটে কিন্তু বাসরঘরে লায়লীর পদাঘাত পেয়ে নববর গৃহত্যাগ করে চলে যায়। এক বৃদ্ধার মুখে মজনু লায়লীর বিবাহ-সংবাদ পেয়ে ‘হৃদয়শোণিতে তাকে পত্র দেয়। লায়লীর পত্র পেয়ে মজনু শান্ত হয়। নয়ফল-রাজ মৃগয়ায় এসে মজনুকে উদ্ধার করেন এবং মালিককে যুদ্ধে পরাভূত করে লায়লীকে বন্দি করেন। পরে লায়লীর রূপে তিনি নিজেই বন্দি হন এবং বিষপান করিয়ে মজনুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। সাকি প্রমাদে বিষমিশ্রিত পানীয় পান করে নয়ফল-রাজ মৃত্যুবরণ করেন। পিতা লায়লীকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। কিছুকাল পরে পিতামাতার সাথে শ্যামদেশে যাওয়ার পথে লায়লী নিজেই উট চালিয়ে নজদ বনে যায় এবং মজনুর সাথে মিলিত হয়। কলঙ্কের ভয়ে মজনু লায়লীকে ফিরিয়ে দেয়। বিরহতাপানলে দগ্ধ হয়ে লায়লী মৃত্যুবরণ করে; শোকে মুহ্যমান মজনুও লায়লীর কবরে বিলাপ করতে করতে প্রাণত্যাগ করে।

P2A

ফারসি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ
ইউসুফ জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ ওয়া জুলায়খা (কবি জামী)
লাইলী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লা ওয়া মজনুন (নিজামী)
হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	(অজ্ঞাত)
সয়ফুলমুলুক- বদিউজ্জামাল	আলাওল, দোনা গাজী চৌধুরী	আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা
সপ্তপয়কর	আলাওল	হপ্তপয়কর (কবি নিজামী)
সিকান্দারনামা	আলাওল	সিকান্দারনামা (কবি নিজামী)
গুলে বকাওলী	নাওয়াজিশ খান, মুহম্মদ মুকীম	তাজুলমূলক গুল-ই বকাওলী (ইজ্জতুল্লাহ)
নূরনামা	আবদুল হাকিম	(অজ্ঞাত)
জঙ্গনামা	ফকীর গরীবুল্লাহ	

হিন্দি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ
সতীময়না লোরচন্দ্রানী (১ম, ২য়)	দৌলত কাজী	মৈনাসত (সাধন)
সতীময়না লোরচন্দ্রানী (৩য় খণ্ড)	আলাওল	মৈনাসত (সাধন)
পদ্মাবতী	আলাওল	পদুমাবৎ (মালিক মুহাম্মদ জায়সী)
মধুমালতী	সৈয়দ হামজা, মুহম্মদ কবীর	মধুমালৎ (মনঝন)

আরাকান রাজসভা ও বাংলা সাহিত্য

- বাংলা সাহিত্যে আরাকানকে ‘রোসাঙ্গ’ বা ‘রোসাং' নামে উল্লেখ করা হয়। খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকে আরাকান ও চট্টগ্রামে একই সময়ে ইসলামের প্রসার ঘটে। সে কারণেই মূলত এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরির রোসাঙ্গে বসবাসরত বাঙালিদের একটি পৃথক সমাজ গড়ে উঠে। যোগ্যতার বিচারে মুসলমানরা এ রাজ্যে অমাত্য, সমরসচিব, কাজী প্রভৃতি উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করে। সমসাময়িককালে বঙ্গ-ভূভাগে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষের ফলে অনেক অভিজাত মুসলমান আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সুফী মতালম্বী। **তখন থেকেই আরাকান রাজসভায় বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয়।**

- **মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল আরাকান রাজসভা**। মুসলমান প্রভাবকে আরাকান রাজারা সহজে গ্রহণ করেছিলেন বলে তাদের সভাসদ কর্তৃক বাংলা সাহিত্যচর্চায় ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'আরাকান রাজসভা' একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আরাকান রাজসভায় যে সকল কবি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— **দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মহাকবি আলাওল, আবদুল করীম খোন্দকার প্রমুখ**

P2A

দৌলত কাজী

- **আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী**। তিনি 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যের জন্য বিখ্যাত।
- আরাকান রাজ শ্রী সুধর্মার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আশরাফ খাঁর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কবি সাধনের 'মৈনাসত' কাব্য অবলম্বনে তিনি এ কাব্য রচনা করেন।
- কাব্যটির তৃতীয় অংশ রচনাকালে দৌলত কাজীর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পর কবি আলাওল এর বাকী অংশ রচনা (১৬৫৯) করেন।
- দৌলত কাজী লৌকিক ধারার প্রথম কবি। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' রচনার মাধ্যমে তিনিই মানুষকে প্রথম সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। এর আগে দেবদেবীই সাহিত্যে প্রধান ছিল ।

সতীময়না-লোরচন্দ্রাণী

- আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি **দৌলত কাজী**। হিন্দি কবি সাধনের **'মৈনাসত'** কাব্য অবলম্বনে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' রচনা শুরু করেন। কাব্যটির ১ম ও ২য় খণ্ড রচনার পর তার জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পর কবি **আলাওল ৩য় খণ্ড** রচনা করেন।

- লোরক রাজার সতী স্ত্রী **ময়নাবতী।** একদিন রাজা পরিষদ বর্গকে নিয়ে অরণ্যবিহারে গেলে যোগীর মাধ্যমে গোহারীর রাজকন্যা চন্দ্রানীর সন্ধান পান। লোরক রাজা গোহারী দেশে গিয়ে সন্ন্যাসীবেশে চন্দ্রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গোহারীর রাজা মোহর কন্যা চন্দ্রানীসহ লোরকরাজাকে রাজ্যের সিংহাসনে বসান। লোরকরাজা তার **প্রথম স্ত্রীর কথা ভুলে** গিয়ে **চন্দ্রানীকে নিয়ে সুখে বসবাস করেন।**

- আলাওল রচিত অংশে দেখা যায় স্বামী বিরহে **ময়নাবতী যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট।** এমন সময় এক বণিক ময়নার কাছে উপহার সামগ্রীসহ বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে সে প্রত্যাখ্যান করে। ময়নার অনুরোধে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিসলা নামের এক পাখিকে লোরকরাজার কাছে পাঠান। পাখীর মুখে ময়নাবতীর বিরহের কাহিনি শোনার পর লোরকরাজা অনুতপ্ত হন। পুত্র প্রচন্ডতপনকে রাজ্যভার অর্পণ করে সিংহাসনে বসিয়ে লোরকরাজা চন্দ্রানীসহ দেশে ফিরে এলে **ময়নাবতীর সঙ্গে লোরকের পুনর্মিলন হয়।** লোরক রাজার মৃত্যু হলে **দুই রাণী সহমরণে চিতায় আরোহনের** মধ্য দিয়ে সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যের সমাপ্তি ঘটে।

কোরেশী মাগন ঠাকুর

- **কোরেশি মাগন ঠাকুর রোসাঙ্গরাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।**
- তিনি **চন্দ্রাবতী** কাব্যের রচয়িতা এবং কবি আলাওলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।
- **তার রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম চন্দ্রাবতী**
- মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল 'পদ্মাবতী' (১৬৫১) এবং ‘সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' রচনা আরম্ভ করেন (১৬৫৮)।

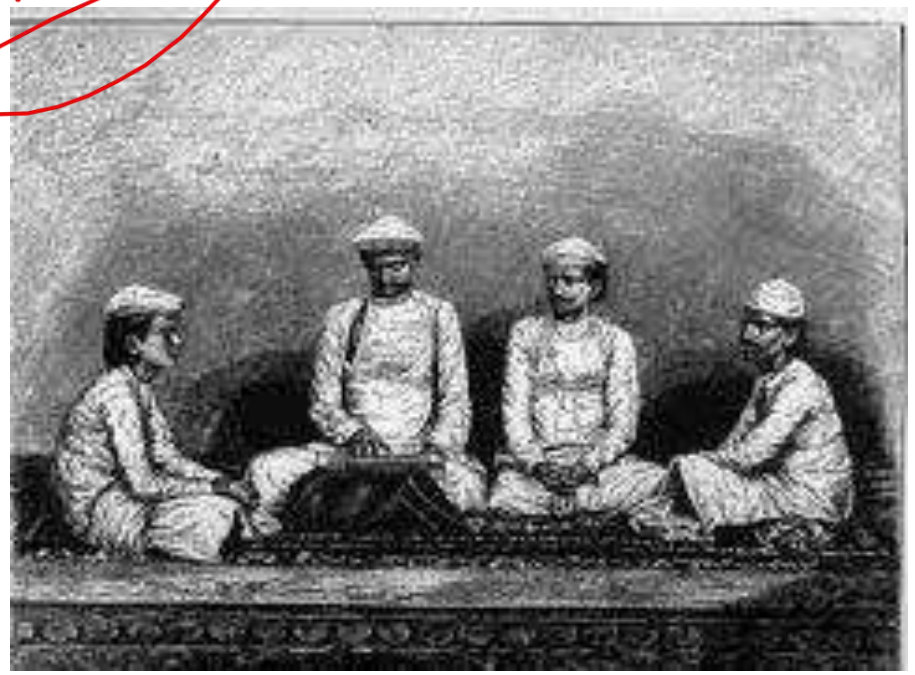

আলাওল

- আরাকান রাজসভার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কবি।
- আলাওল মধ্যযুগের সর্বাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মোট কাব্যের সংখ্যা সাতটি। 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল', 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী' (শেষ অংশ), 'সপ্তপয়কর', 'তোহফা', 'সেকান্দারনামা', সংগীতবিষয়ক কাব্য 'রাগতালনামা' তাঁর রচিত সাহিত্যিক নিদর্শন।
- কবি আলাওলের জন্মস্থান ও জন্মকাল নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, 'কবির আদি বাসস্থান যে ফতেহাবাদের জালালপুর ছিল তাহা কবির আত্মপরিচয় হইতে পাওয়া যায়।...এই ফতেহাবাদ বর্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি পরগনা ছিল।...এই ফতেহাবাদ পরগনার জালালপুর সম্ভবত কবির জন্মস্থান।' ড. মুহম্মদ এনামুল হক চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে আলাওলের জন্ম বলে মনে করেন। কিন্তু কবির নিজের উক্তি অনুসারে ফরিদপুরের জালালপুরেই তাঁর জন্ম এবং এ সিদ্ধান্তই পণ্ডিতগণ গ্রহণ করেছেন। কবি আলাওলের পিতা ফতেহাবাদের রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুবের মন্ত্রী ছিলেন বলে উল্লেখিত হয়েছে। 'পদ্মাবতী' কাব্যে আত্মকথায় কবি লিখেছেন :

মুল্লুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান ।

তথাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান ॥

আলাওলের রচনা

ড. আহমদ শরীফ কবি আলাওলের রচনাবলীর আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী একটি ছকে বিন্যস্ত করেছেন। ছকটি নিম্নরূপ :

ক্রমিক সংখ্যা	রচনার নাম	মূল লেখক/ উৎস	আদেষ্টা অমাত্য	রচনাকাল (খ্রিস্টাব্দ)
১	পদ্মাবতী	মালিক মুহম্মদ জায়সী	মাগন ঠাকুর	১৬৫১
২	রত্নকলিকা আনন্দবর্মা (সতীময়নার পরিশিষ্ট রূপে রচিত)	অজ্ঞাত রূপকথা	শ্রীমন্ত সোলেমান	১৬৫৯
৩	সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল	আলেফ লায়লা	প্রথমাংশ : মাগন ঠাকুর শেষাংশ : সৈয়দ মুসা	১৬৫৮ ১৬৬৯
৪	সপ্তপয়কর	নিজামী গঞ্জভী	সৈয়দ মুহম্মদ খান	১৬৬৩
৫	তোহফা	ইউসুফ গদা	শ্রীমন্ত সোলেমান	১৬৬৪
৬	সেকান্দর নামা	নিজামী গঞ্জভী	নবরাজ মজলিস	১৬৭৩
৭	রাগতালনামা	মৌলিক রচনা		
৮	পদাবলী	মৌলিক রচনা		

‘পদ্মাবতী’ কাব্য

‘পদ্মাবতী’ একটি ঐতিহাসিক প্রণয় উপাখ্যান। হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর ‘পদুমাবৎ’ (১৫৪০) এর অনুকরণে এটি রচিত হয়। **১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে** আরাকান প্রধানমন্ত্রী **মাগন ঠাকুরের আদেশে** আলাওল ‘পদ্মাবতী’ কাব্যটি রচনা করেন।

চিতোরের রাণি পদ্মিনীর কাহিনি নিয়ে কবি আলাওল পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনি দাঁড় করিয়েছেন। পদ্মাবতী কাব্যের নায়ক ও নায়িকা হলেন রত্নসেন ও পদ্মাবতী। এর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো রাঘবচেতন, আলাউদ্দিন খলজি। এ কাব্যে **হিরামন নামক পাখির** অনেক ভূমিকা রয়েছে।

আরাকান রাজসভার কবিদের নাম ও রচনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনেকটাই রাজসভাকেন্দ্রিক ছিল। তেমনি এক রাজসভা আরাকান । যেখানে রাজত্ব হিন্দুদের হলেও কবিরা বেশিরভাগই মুসলমান ছিলেন । এখানেই প্রথম বাংলা ভাষায় মানুষকে নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়।

আরাকানের কবিগণ :

১.দৌলত কাজী: আরাকান রাজসভার প্রথম মুসলিম কবি। তাঁর রচনা 'সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী'

২. মরদন: তাঁর রচনার নাম 'নসীরনামা'।

৩. কোরেশী মাগন ঠাকুর: আরাকানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনিই আলাওলের সাহিত্যগুরু। তাঁর রচনা 'চন্দ্রাবতী'।

৪. আলাওল: আরাকানের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি অনেকগুলো অনূদিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলো হলো- পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, তোহফা, সপ্তপয়কর, সেকান্দারনামা ও সংগীতবিষয়ক কাব্য 'রাগতালনামা'।

৫. আব্দুল করীম খোন্দকার: রচনা 'দুল্লা মজলিস'।

৬. শমশের আলী: রচনার নাম 'রিজওয়ান শাহ'।

P2A

লোক সাহিত্য

লোকসাহিত্য হচ্ছে এমন একটি সাহিত্য যেগুলো সুদূর অতীত থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে যেমন ধাঁধা ও প্রবাদ, ছড়া, গীতিকা, লোকনাট্য, মন্ত্র ইত্যাদি। সাধারণত গ্রাম বাংলার সহজ সরল মানুষের মুখে মুখে এটি প্রচলিত হয়ে আসছে। এই সাহিত্য এর মাধ্যমে গ্রাম বাংলার মানুষগুলো তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণা ইত্যাদিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করে ।

লোক সাহিত্যের জনপ্রিয় সংকলন: হারামণি

‘হারামণি’ নাম দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতিকা

সঙ্গীতাকারে বর্ণিত কাহিনিকে এককথায় গীতিকা বলে। বাংলা সাহিত্যে একশ্রেণির কাহিনিমূলক লোকগীতি 'গীতিকা' নামে পরিচিত। যাকে ইংরেজিতে ব্যালাড (ballad) বলা হয়। গীতিকা সাহিত্যে সাধারণত কোন দৈব দুর্ঘটনা বা কোন বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনির বর্ণনা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কাহিনি সত্য ঘটনার সাথে জনশ্রুতি মিশ্রিত হয়ে গড়ে ওঠে। গীতিকাগুলো গান হিসেবে গাওয়ার জন্যই রচিত। কিন্তু গানের সুরের চেয়ে কাহিনিই প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত

ক. নাথ গীতিকা : নাথ সম্প্রদায়ের গুরুত্ব ও অলৌকিক মহিমাকীর্তন এ গীতিকার মূল উপজীব্য। নাথ গীতিকার মধ্যে রয়েছে ময়নামতির গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, গোপীচন্দ্রের পাঁচালি ইত্যাদি ।

খ. মৈমনসিংহ গীতিকা : গীতিকার মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকাই শ্রেষ্ঠ। এর কাহিনিগুলো প্রেমমূলক। নারী চরিত্রই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র, সতীত্ব বিশেষত ত্যাগের মহিমাই উজ্জ্বল। গীতিকাগুলোর মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, দেওয়ানা মদিনা, কঙ্কাবতী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ।

গ. পূর্ববঙ্গ গীতিকা : 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ময়মনসিংহের কিছু অংশ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- কাফন চোরা, চৌধুরীর লড়াই, কাঞ্চন মালা, আয়না বিবি।

P2A

মৈয়মনসিংহ গীতিকা

মৈমনসিংহ গীতিকা একটি সংকলন গ্রন্থ যাতে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত দশটি পালাগান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের দশটি পালার রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে। এই গানগুলো প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে।

তবে ১৯২৩-৩২ সালে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এই গানগুলো অন্যান্যদের সহায়তায় সংগ্রহ করেন এবং স্বীয় সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশ করেন।

তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার আইথর নামক স্থানের আধিবাসী **চন্দ্রকুমার দে** এসব গাঁথা সংগ্রহ করছিলেন। এই গীতিকাটি বিশ্বের ২৩টি ভাষায় মুদ্রিত হয়।

অন্যান্য সংগ্রাহক: জসীমউদ্‌দীন, বিহারীলাল সরকার, আশুতোষ চৌধুরী, মনোরঞ্জন চৌধুরী, নগেন্দ্র চন্দ্র দে।

মৈয়মনসিংহ গীতিকা

পালা	রচয়িতা	পালা	রচয়িতা
দেওয়ানা মদিনা	মনসুর বয়াতি	দেওয়ান ভাবনা	নাম জানা যায় নি
মহুয়া	দ্বিজ কানাই	রূপবতী	নাম জানা যায় নি
মলুয়া	চন্দ্রাবতী	কাজলরেখা	নাম জানা যায় নি
চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র	নয়ানচাঁদ ঘোষ	কঙ্ক ও লীলা	দামোদর দাস, রঘুসুত নয়ান চাঁদ ঘোষ, শ্রীনাথ বানিয়া
কমলা	দ্বিজ ঈশান		
দস্যু কেনারামের পালা	চন্দ্রাবতী		

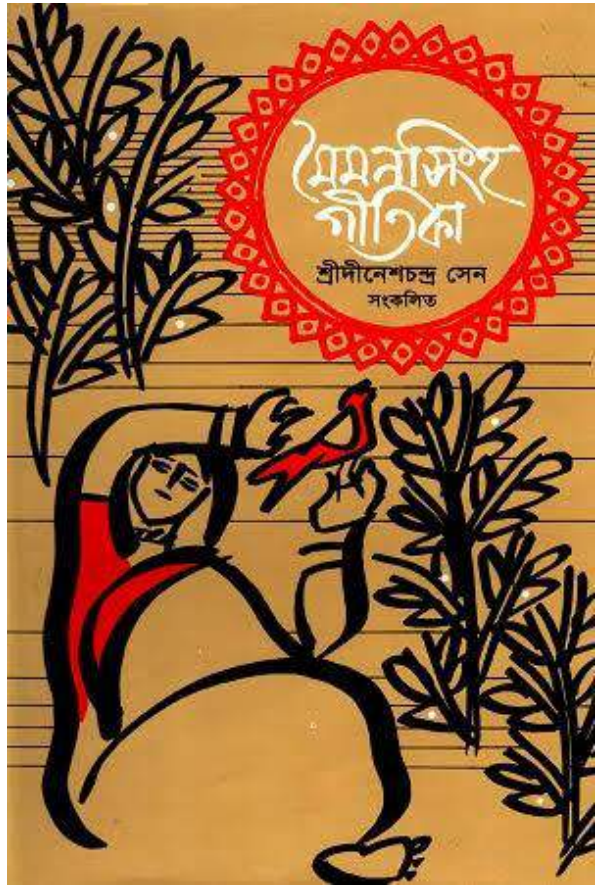

শায়ের ও কবিওয়ালা

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় কাল (১৭৬০-১৮৬০) পর্যন্ত কবিওয়ালা ও শায়েরদের জনপ্রিয়তা ছিল।

কবিওয়ালা

১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত একদল কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। **তারা কবিগান রচনা করতেন।** তাদের কবিওয়ালা বা কবিয়াল বলা হতো। এদের অনেকেই মুখে মুখে গান রচনা করতেন। **গোঁজলা গুই কবিগানের আদিগুরু।**

কবিগানের আসরে একজন প্রধান গায়ক এবং কয়েকজন সহকারী থাকত। কবির লড়াই সে কালের মনোরঞ্জনের বিষয় ছিল। বিয়ে, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে ধনী ব্যক্তিদের গৃহে কবিগানের আসর বসানো হতো।

P2A

কবিওয়ালা

কবিওয়ালারা ‘কবিগান’ রচনা করতেন।

গোঁজলা গুই কবিগানের আদিগুরু।

উল্লেখযোগ্য- গোঁজলা গুই, ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, এন্টনি ফিরিঙ্গি।

এন্টনি ফিরিঙ্গি

- **ফিরিঙ্গি, এন্টনি একজন** কবিয়াল। প্রকৃত নাম হেনসম্যান এন্টনি
- (Hensman Anthony)। তিনি জাতিতে ছিলেন পর্তুগিজ এবং ধর্মে খ্রিষ্টান। পূর্বে এদেশে পর্তুগিজরা 'ফিরিঙ্গি' নামে পরিচিত ছিল। এন্টনি একজন হিন্দু বিধবাকে বিয়ে করেন।
- এন্টনি একাধিক কবির লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। তাতে ভোলা ময়রা, রাম বসু, ঠাকুর সিংহ প্রমুখ ছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ।

পুঁথি সাহিত্য

- **পুথি (বা পুঁথি) শব্দের উৎপত্তি 'পুস্তিকা' শব্দ থেকে।** এ অর্থে পুথি শব্দদ্বারা যে কোনো গ্রন্থকে বোঝালেও পুথি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা বিশেষ অর্থ বহন করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ সময়ে রচিত, বিশেষ ধরনের সাহিত্যই পুথি সাহিত্য নামে পরিচিত।
- মধ্যযুগের শায়েরগণ বাংলা, আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে, মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় ঐতিহ্য থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে এক ধরনের কাব্য রচনা করতেন যা 'দোভাষী পুঁথি বা পুঁথি সাহিত্য' নামে পরিচিত। **এ সাহিত্য কলকাতার সস্তা প্রেস থেকে ছাপা হতো বলে 'বটতলার পুঁথি' বলা হয়।**
- মধ্যযুগের দোভাষী পুথি সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় কাব্য **'আমীর হামজা'** (১৭৯৫)।
- **ফকির গরীবুল্লাহ 'আমীর হামজা' কাব্য রচনার মাধ্যমে পুথি সাহিত্য ধারার সূত্রপাত করেন।**

নাথ সাহিত্য

নাথ অর্থ প্রভু। নাথ ধর্মের আদি গুরু শিব। তাই শিব হলেন আদি নাথ। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শিব উপাসক এক শ্রেণির যোগী সম্প্রদায়ের নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য।

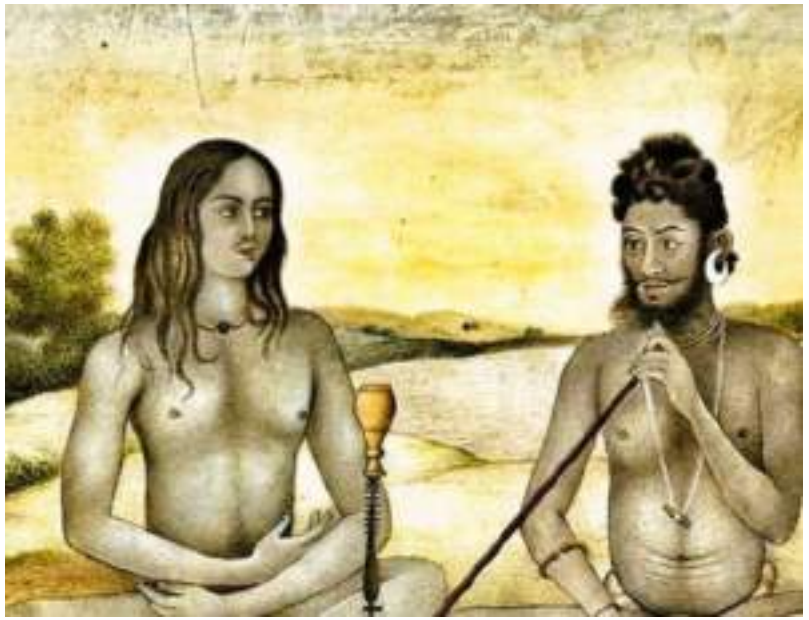

নাথ সাহিত্যের প্রধান শাখা ২টি: **ময়নামতি ও গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।**

নাথ সাহিত্যের উল্লেখ্যযোগ্য কবি - শেখ ফয়জুল্লাহ, ভীমসেন রায় ও শ্যামাদাস সেন।

গোরক্ষ বিজয়ের রচিয়তা -শেখ ফয়জুল্লাহ।

মর্সিয়া সাহিত্য

এক ধরনের শোককাব্য। প্রেক্ষাপট: কারবালার যুদ্ধ।

আরবী ভাষা থেকে; এর অর্থ শোক প্রকাশ করা।

শিয়া মতবাদ প্রসারের ফলে মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টির অনুকুল হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া সাহিত্য ধারার প্রথম কবি শেখ ফয়জুল্লাহ এবং তাঁর কাব্যের নাম **জয়নবের চৌতিশা**।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

পৃষ্ঠপোষক	কাব্য	কবি
গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	ইউসুফ-জোলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর
জালালুদ্দিন মাহমুদ শাহ	রামায়ণ	কৃত্তিবাস
রুকনউদ্দিন বারবক শাহ	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	মালাধর বসু
শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ	রসুল বিজয়	জৈনদ্দিন
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	মনসামঙ্গল	বিজয় গুপ্ত
	মনসাবিজয়	বিপ্রদাস পিপিলাই
	বৈষ্ণবপদ	যশোরাজ খান
হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খান	মহাভারত (অনুবাদ)	কবীন্দ্র পরমেশ্বর
পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান	ছুটিখানী মহাভারত	শ্রীকর নন্দী
জমিদার রঘুনাথ রায়	চণ্ডীমঙ্গল কাব্য	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
নাসির উদ্দিন নসরত শাহ	বৈষ্ণবপদ	বিদ্যাপতি
	বৈষ্ণবপদ	শেখ কবির
ফিরোজ শাহ	বৈষ্ণবপদ	আফজল আলি
	বিদ্যাসুন্দর	শ্রীধর
কোরেশী মাগন ঠাকুর	পদ্মাবতী	আলাওল
শ্রীমন্ত সোলেমান	তোহফা বা তত্ত্বোপদেশ	আলাওল
নবরাজ মজলিস	সিকান্দারনামা	আলাওল
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	অন্নদামঙ্গল	ভারতচন্দ্র রায়

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিগণ

বড়ু চণ্ডীদাস	চতুর্দশ শতক
কৃত্তিবাস	পনের শতক
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	ষোড়শ শতক
মহাকবি আলাওল	সতের শতক
ভারতচন্দ্র রায়	অষ্টাদশ শতক

P2A

Thank you